দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

সুন্দরগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে তালা বারান্দায় পাঠদান

■ রাশিদুল আলম চাঁদ,

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

উপজেলার ছাপড়হাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা বারান্দায় বসে পাঠগ্রহণে বাধ্য হচ্ছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে ছাপড়হাটী এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহাদ আলী বকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গাটি তার প্রতিষ্ঠানের বলে দাবি করে আসছে। এরই জের ধরে গত সোমবার আহাদ আলী বকুল পিয়ন দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির দেড় শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে না পারায় বারান্দায় বসে পাঠগ্রহণ করছে।

এ ব্যাপারে ছাপড়হাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রত্না মোহন্ত জানান, তিনি বিদ্যালয়ে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে তালা দেখতে পায়। আহাদ আলী বকুলের হুমকির কারণে তালা খোলা যাচ্ছে না। ঘটনাটি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে।

এদিকে প্রধান শিক্ষক আহাদ আলী বকুল জানান, ভবনটি তার উচ্চ বিদ্যালয়ের জমি হওয়ায় তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেয়া হবে। ইতোমধ্যে সহকারী শিক্ষা অফিসার অচিন্ত কুমার মহন্ত বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করেন।

গাংনীতে স্কুলের জমি দখল করে ঘর নির্মাণ

গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা জানান, গাংনীতে প্রায় ৫০ বছর যাবৎ একটি প্রভাবশালী পরিবার স্কুলের জমি দখল করে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

উপজেলার তেরাইল বাজারের পাশে (গাংনী-কুষ্টিয়া প্রধান সড়কের পাশে) ১৯০৪ সালে ১৪ শতক জমির উপর তেরাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এলাকার অলিনগর গ্রামের জহির শাহ ১৪ শতক জমি সরকারের পক্ষে শিক্ষা বিভাগকে দান করেন। পরবর্তীতে স্কুলের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ১৯৬৬ সালে রাস্তার বিপরীত দিকে (তেরাইল বাজারের পশ্চিম দিকে) স্কুলঘরটি স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর ওই গ্রামের মৃত নাদের হোসেনের ছেলে আ. গনি ও তার জামাই আজিজুল হক জোর করে খালি জায়গাটুকু দখলে নিয়ে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে প্রায় ৫০ বছর বসবাস করে আসছে।

গ্রামবাসী জানায়, ১৯৭২ সালে তেরাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারি হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬ই প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যেই বার বার সভাপতি মনোনীত করে স্কুলের সম্পদ আত্মসাৎ করে আসছে। এ ব্যাপারে জমি-জবরদখলকারী আ. গনির সঙ্গে আলাপকালে তিনি ক্রয়সূত্রে জমি দখল করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, ক্ষমতাবলে আমি জমি দখল করে বসবাস করছি। আমার বিরুদ্ধে লিখে কোন লাভ হবে না। এদিকে সরেজমিন তদন্ত করে স্কুলের জমি জবরদখলকারী আ. গনি গংয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল।